তারিখ 30 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

দৈনিক
আমাদের সময়

ইকবাল খন্দকার

বরাদ্দ চাই প্রকাশনাশিল্পে

প্রতিবছর যখন জুন মাস আসি আসি করে, তখন কেউ মুখ হাসি হাসি করে আর কেউ মুখ বাসি বাসি করে। কারণ একটাই– বাজেট। যারা পূর্বঅভিজ্ঞতা থেকে জেনে গেছেন বাজেটটা তাদের পক্ষে যাবে, তাদের মুখই মূলত হাসি হাসি হয়। আর যাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, বাজেট যত সুবিশালই হোক, কোনো সুযোগ-সুবিধা মিলবে না– তাদের মুখ 'বাসি বাসি' না হওয়ার কোনো কারণই আসলে থাকে না। আবার এটাও ঠিক, একটা শ্রেণি আছে যাদের মুখ হাসি হাসিও হয় না, বাসি বাসিও হয় না। বাজেট কখন ঘোষণা বা পাস হয় তারা সেটা জানে না, জানার প্রয়োজনও মনে করে না। তাদের ঘোর বিশ্বাস, বাজেট মানেই বড়লোকি ব্যাপার। অতএব এটা নিয়ে বড়লোকরাই নাক গলাক। আদার বেপারি হয়ে খামোখা জাহাজের খবর নিয়ে লাভ নেই। তবে আমরা মনে করি লাভ এবং দরকার আছে। এ প্রসঙ্গে একটা পুরনো কৌতুক বলা যেতে পারে। লুঙ্গি পরা এক লোক সমুদ্রের পাড়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে আর বারবার তাকাচ্ছে মাঝসমুদ্রের দিকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে অনুসরণের পর একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল– আপনার কী হয়েছে বলেন তো? কারো জন্য অপেক্ষা করছেন? লোকটা বলল– আমি আদার ব্যবসা করি। জাহাজের লাইগা অপেক্ষা করতে আছি। জাহাজটা কোন সময় আইব কইতে পারেন? এগিয়ে আসা লোকটা এবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল– হেহ্, শখ কত! আদার বেপারি হইয়া জাহাজের খবর লয়। বেপারি লোকটা বিনয়ের সঙ্গে বলল– ভাই, আমি কিন্তু আদা আমদানি-রপ্তানি করি জাহাজ দিয়াই। জি, আদার বেপারি হলেও যেমন জাহাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে পারে, আর সেই সম্পৃক্ততার সূত্র ধরে জাহাজের খবর নেওয়া যেতে পারে, তেমনি আমরা সমাজের যে অবস্থানেই থাকি না কেন, বাজেটের খবর নেওয়া উচিত। এ সম্পর্কে কথা বলা উচিত, দাবি-দাওয়া পেশ করা উচিত। মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু অভ্যাস এবং বদভ্যাস আছে। এর মধ্যে একটা অভ্যাস বা বদভ্যাস এমন, আমরা অন্যকে চমকে দিতে পছন্দ করি। এই অভ্যাস বা বদভ্যাসের সূত্র ধরেই হয়তো বাজেটের যিনি ঘোষক, তিনি প্রতিবারই আগাম একটা বাণী দেন– এবারের বাজেটে চমক থাকবে। শেষ অবধি চমক কতটা থাকে, সেটা আমরা অনেকদিন ধরেই দেখে আসছি। সুতরাং এবার আর চমকের দরকার নেই। আমাদের কিছু জরুরি চাওয়া পূরণের পথ সুগম হলেই হয়। সমাজের প্রতিটা মানুষ যদি নিজেদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সচেতন হয়, তাহলে সেই পথ সুগম হতে বাধ্য। আমি একজন লেখক। সুতরাং আমার দাবিটা আমি পেশ করি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে একটা জাতি কতটা সমৃদ্ধ, সেটি অনুধাবন করা যায় সে জাতির প্রকাশনাশিল্পের সমৃদ্ধি দেখলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের প্রকাশনাশিল্প কতটা সমৃদ্ধ। আদৌ কি সমৃদ্ধ? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দাবি জানানো হয়েছে এই শিল্পের বরাদ্দের জন্য। কিন্তু ফলাফল যা পাওয়া গেছে, তা প্রকাশ না করাই ভালো। বর্তমান সরকারের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ২ দশমিক ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল– 'বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র এবং এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সব শাখায় উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে।' হ্যাঁ, এরপর সরকার সুকুমার শিল্পের সবগুলো খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা দিলেও পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি কেবল প্রকাশনাশিল্প। তবু আমরা হতাশ হতে নারাজ। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, এই খাতটির প্রতি সরকারের সুদৃষ্টি অবশ্যই পড়বে। এ সম্পর্কে একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। প্রকাশকদের অংশগ্রহণে প্রতিবছর যে একুশে বইমেলা হয়, সেখান থেকে বাংলা একাডেমি তথা সরকারের খুব ভালো একটা আয় হয়। সেই হিসেবে এই খাতটি অবশ্যই লাভজনক এবং সম্ভাবনাময় একটি খাত। সরকারের সহযোগিতা পেলে খাতটি আরও বেশি লাভজনক এবং সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বইমেলার সময় প্রায় সব শ্রেণির পাঠকের মুখেই একটা অভিযোগ শোনা যায়– বইয়ের দাম অনেক বেশি। অনেক পাঠক এই অভিযোগ মুখে নিয়েই বই কেনেন আবার অনেক পাঠক বই না কিনেই ফিরে যান। 'যদি প্রকাশনাশিল্পে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানো যায়, তাহলে এই অভিযোগটা আর থাকবে না। প্রকাশকরা বইয়ের দাম কম রাখতে পারবেন, পাঠকরা স্বল্পদামে বই কিনে সন্তুষ্ট মনে বাড়ি ফিরতে পারবেন। এতে

ঘরে ঘরে বই পৌঁছবে, বইয়ের পাঠক বাড়বে, জাতির সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটবে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে প্রকাশনাশিল্পের জন্য যতটুকু প্রচারণা দরকার, সেটি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ির পাশের মুদি দোকানে যেসব পণ্য পাওয়া যায়, চানাচুর, সয়াবিন তেল, চিনি, গুঁড়োদুধ ইত্যাদি মানুষ কিনতে বাধ্য। কারণ এগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। তবু এগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় টিভিতে, রেডিওতে। এমনকি রাস্তার মোড়ে মোড়ে এসব পণ্যের বিজ্ঞাপন সংবলিত বিলবোর্ড আছে। অথচ বই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নয়, যে কারণে মানুষ এমনিতেই বই কিনতে চায় না। তার ওপর যদি বিজ্ঞাপনের কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে নতুন একটা বইয়ের খবর কীভাবে মানুষ জানবে? আবার প্রকাশকরা সরকারের পক্ষ থেকে একটু সহযোগিতা না পেলে বিজ্ঞাপনের টাকার ব্যবস্থা কীভাবে করবে? একটা বইয়ের প্রকাশনা খরচ যা, সেটি বহন করার পর বিজ্ঞাপনের পেছনে টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য আসলে থাকে না, থাকার কথা নয়। অতএব আমরা আশা করব, সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে সরকার প্রকাশনা খাতে বরাদ্দ দেবে। সরকারের সহযোগিতা পেলে শুধু ফেব্রুয়ারি নয়, সারা বছরই বই প্রকাশিত হবে। সারা বছরই বিজ্ঞাপন ছাপবে, সারা বছরই নতুন বইয়ের সন্ধান, নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পাবে পাঠকরা। আর এভাবেই গড়ে উঠবে একটি পড়ুয়া এবং সৃজনশীল জাতি।

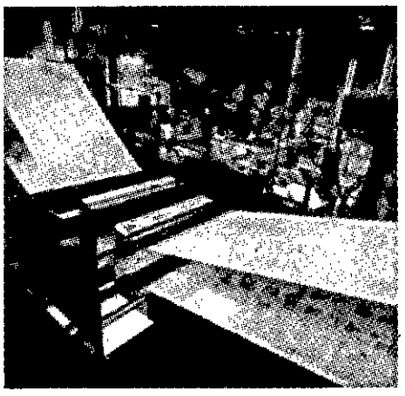

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও টিভি উপস্থাপক
iqbalkhondokar@yahoo.com